সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি এ্যান্ড অ্যাকসেস এ্যানহান্সমেন্ট প্রজেক্ট
(সেকায়েপ)

শিক্ষা সচেতনতা ও সামাজিক সমাবেশ অনুদান ব্যবহার নির্দেশিকা

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ মে ২০১৪

শিক্ষা সচেতনতা ও সামাজিক সমাবেশ (ইএসিএম) অনুদান ব্যবহার নির্দেশিকা

ক. পটভূমি

১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি এ্যান্ড অ্যাকসেস এ্যানহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)-এর উদ্দেশ্য হলো মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, ধারাবাহিকভাবে শিখন ফলাফল পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প এলাকায় সবার জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। মূল সেকায়েপ ১২৫টি উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সহায়তা প্রদান করেছে। অতিরিক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে নতুন আরো ৯০টি উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে। অর্থাৎ মোট ২১৫টি উপজেলা প্রকল্প কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হবে।

২. ইএসিএম অনুদানের লক্ষ্য:

সেকায়েপ-এর অন্যতম প্রধান কম্পোনেন্ট প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ। এর আওতায় ইএসিএমসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুদান গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যক্রম। এ অনুদান এমনভাবে সাজানো/পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে অভিভভাবক শিক্ষক সমিতি (পিটিএ)'র সক্রিয় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা যায়। পিটিএ যথাক্রমে: (১) শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি; (২) মেয়ে শিক্ষার্থীদের উত্যক্ত করার (ইভ-টিজিং) প্রবণতা রোধ করা; ও (৩) শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমানো এবং ঝরে পড়াদের আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচারণা চালানো, ইত্যাদি কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হবে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যয় নির্বাহের জন্য পিটিএ'র অনুকূলে দ্বিতীয় সংশোধিত সেকায়েপে ইএসিএম অনুদান বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে। ইএসিএম অনুদান সদ্ব্যবহারের জন্য এ ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও জারী করা হলো।

৩. ম্যানুয়ালের উদ্দেশ্য:

এ ম্যানুয়াল প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো: ১. ইএসিএম অনুদান প্রাপ্তির যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ; ২. নির্বাচন প্রক্রিয়া বর্ণনা; ৩. বিভিন্ন সহযোগীর ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা; ও ৪. অনুদান ব্যয়ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা।

৪. ম্যানুয়াল-এর সংস্করণ:

এটি ইএসিএম ম্যানুয়াল-এর প্রথম সংস্করণ। বাস্তবতার নিরিখে এবং অর্জিত ফলাফল পর্যালোচনা করে বিশ্ব ব্যাংক ও সেকায়েপ-এর পরামর্শক্রমে সময়ে সময়ে এটি সংশোধন করা যাবে।

৫. ইএসিএম অনুদানের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম:

সেকায়েপভুক্ত সকল যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পিটিএ-কে সম্মত প্রক্রিয়া অনুসরণে প্রকল্প মেয়াদে প্রতি বছর ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা ইএসিএম অনুদান প্রদান করা হবে। পিটিএ সামাজিক সমাবেশমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এ অনুদান ব্যবহার করবে। এ কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে আনা, অন্ততঃ পক্ষে প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন এলাকায় মেয়ে শিক্ষার্থীদের উত্যক্ত করার (ইভ-টিজিং) প্রবণতা রোধ এবং উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা

মেলার আয়োজনে সহায়তা প্রদান। এ অনুদান সরাসরি পিটিএ ব্যাংক হিসাব-এ প্রেরণ করা হবে। ব্যাংক হিসাবটি পরিচালিত হবে পিটিএ সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে।

খ. বাস্তবায়ন পদ্ধতি

৬. ইএসিএম অনুদানের আওতা/পরিধি:
দেশের ৭টি বিভাগ-এর ৬৪টি জেলার সেকায়েপভুক্ত ২১৫টি উপজেলার যোগ্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইএসিএম অনুদান প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবে। তবে, ২০১৪ শিক্ষা বছরে ইএসিএম অনুদান পাবে বিদ্যমান ১২৫টি সেকায়েপ উপজেলার যোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ। ২০১৫ শিক্ষা বছরে এ অনুদানের আওতায় আসবে নতুন ৯০টিসহ মোট ২১৫টি উপজেলার যোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ।

৭. নতুন উপজেলার জন্য গৃহীত কার্যক্রম:
সেকায়েপ সংশ্লিষ্ট সহযোগীদের ইএসিএম অনুদান সম্পর্কে অবহিত করবে। এতে তারা: ১) নতুন ৯০টি উপজেলায় পিটিএ গঠন; ও (২) গঠিত পিটিএ কমিটির মাধ্যমে দেশের ২১৫টি উপজেলার সকল যোগ্য প্রতিষ্ঠানে ইএসিএম কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে পারবে।

৮. শিক্ষা বছর ২০১৪তে ইএসিএম অনুদান কর্মসূচী:
ইএসিএম অনুদান বিতরণের জন্য সেকায়েপ ২০১৪ শিক্ষা বছরে প্রকল্পভুক্ত যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিত করবে। যোগ্যতার মাপকাঠি হলো প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় পিটিএ থাকতে হবে এবং কোন করণে তা সক্রিয় না থাকলে ডিসেম্বর ২০১৪-এর মধ্যে পিটিএ পুনর্গঠন করে সদস্যদের হাল নাগাদ তালিকা প্রকল্প অফিসে জানাবে। ইএসিএম অনুদান গ্রহণের জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে। হিসাবটি পরিচালিত হবে পিটিএ সভাপতি ও সদস্য-সচিব-এর যৌথ স্বাক্ষরে। পিটিএ'র একটি বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা থাকবে। কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে সেকায়েপ পিটিএকে কারিগরি সহায়তা দেবে এবং পিটিএ সেকায়েপ বরাবরে বার্ষিক বাজেট পেশ করবে।

৯. শিক্ষা বছর ২০১৫তে ইএসিএম অনুদান কর্মসূচী:
দেশের বিভিন্ন এলাকার ২১৫টি উপজেলাতে ২০১৫ সাল হতে ইএসিএম কার্যক্রম শুরু হবে। এ কার্যক্রমে অর্ন্তভুক্ত থাকবে উপজেলা শিক্ষা মেলা আয়োজন, ইভ-টিজিং রোধ, মা সমাবেশ অনুষ্ঠান, সম্পদ সমাবেশ করা। নতুন ৯০টি উপজেলার প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পিটিএ গঠন সম্পন্ন করে সদস্যদের হাল নাগাদ তালিকা ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে সেকায়েপ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। একইসঙ্গে পিটিএ সভাপতি ও সদস্য-সচিব-এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত ব্যাংক হিসাব খুলে জানাতে হবে সেকায়েপকে। এতে নতুন উপজেলাসমূহে ২০১৫ সালে প্রথম অর্ধ-বার্ষিক অনুদান কিস্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিতরণ করা যাবে।

১০. ইএসিএম ছক পূরণ:
সেকায়েপ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক সমাবেশ কার্যক্রমের ছক প্রেরণ করবে। প্রতি বছর সরবরাহকৃত ছকটি প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে পূরণ করে জুন মাসের মধ্যে সেকায়েপ কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। সেকায়েপ সকল প্রতিষ্ঠানের পিটিএকে তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধার্থে তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইইসি) এবং আচরণ পরিবর্তন ও যোগাযোগ (বিসিসি) সামগ্রী প্রেরণ করবে।

১১. ইএসিএম কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন:

শিক্ষা সচেতনতা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পিটিএ অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি করবে। এ অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণীত হবে বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার ভিত্তিতে। প্রতিবেদনটি সেকায়েপ কার্যালয়েপ্রেরণ করতে হবে।

১২. ইএসিএম অনুদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণ:

প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ইএসিএম অনুদান বিতরণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও অনুসরণ (ফলোআপ) করার দায়িত্ব প্রতিষ্ঠান প্রধান, এসএমসি/এমএমসি ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার। কেন্দ্রীয়ভাবে সেকায়েপ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ টীম প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও ইএসিএম অনুদান বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে। তারা প্রকল্প চলাকালীন প্রতিষ্ঠান ও পিটিএ সদস্যদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে।

১৩. যোগ্যতার মাপকাঠি ও বাছাই প্রক্রিয়া:

মূল সেকায়েপভুক্ত ১২৫টি উপজেলায় ২০১৪ সালে ইএসিএম অনুদান প্রাপ্তির জন্য প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের যোগ্যতার মাপকাঠি হলো:

- পিটিএ গঠিত হয়েছে এবং অন্ততঃ পক্ষে ২টি সভা করেছে (প্রমাণ হিসেবে সভার কার্যবিবরণী দিতে হবে);
- এসএমসি/এমএমসি সভাপতির সুপারিশ রয়েছে;
- স্থানীয় অগ্রণী ব্যাংক শাখায় পিটিএ সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত ব্যাংক হিসাব আছে (সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অগ্রণী ব্যাংক শাখা না থাকলে নিকটস্থ পাশ্ববর্তী উপজেলায় হিসাব খোলা যাবে।);
- পিটিএ সদস্যদের হাল নাগাদ তালিকা পেশ;
- সেকায়েপ কর্তৃক সরবরাহকৃত ছকে বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করা।

১৪. নতুন ৯০টি উপজেলার প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের মাপকাঠি:

২০১৫ সালে ইএসিএম অনুদান প্রাপ্তির জন্য নতুন ৯০টি উপজেলার সকল প্রতিষ্ঠানকে নিম্নরূপ যোগ্যতার নির্ণায়ক পূরণ করতে হবে:

- নতুন ৯০টি উপজেলার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পিটিএ গঠিত হয়েছে (সেকায়েপ ২০১৪-এর চতুর্থ প্রান্তিকের মধ্যে পিটিএ গঠনের নির্দেশনা জারী করবে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০১৫-এর ৩১ মার্চের মধ্যে পিটিএ গঠন করে ছক অনুযায়ী সেকায়েপকে জানাবে);
- এসএমসি/এমএমসি সভাপতির সুপারিশ রয়েছে;
- স্থানীয় অগ্রণী ব্যাংক শাখায় পিটিএ সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত ব্যাংক হিসাব আছে (সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অগ্রণী ব্যাংক শাখা না থাকলে নিকটস্থ পাশ্ববর্তী উপজেলায় হিসাব খোলা যাবে।);
- সেকায়েপ কর্তৃক সরবরাহকৃত সামাজিক সমাবেশ কার্যক্রমের ছক পূরণ করে প্রকল্প অফিসে পাঠাতে হবে;
- সেকায়েপ কর্তৃক সরবরাহকৃত ছকে ইএসিএম বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করে পেশ করা।

১৫. পরবর্তী বছরসমূহে ইএসিএম অনুদান অব্যাহত রাখা:

প্রকল্প মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ে ইএসিএম অনুদান অব্যাহতভাবে পাওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে:

- ২১৫ উপজেলার প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে পিটিএ সক্রিয় আছে (প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রত্যয়ন দেবেন);
- প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান পিটিএ সদস্যদের তালিকা হাল নাগাদ (প্রয়োজনে পুনর্গঠিত করে) করে সেকায়েপে প্রেরণ করবে;
- সংশ্লিষ্ট পিটিএ'র ব্যাংক হিসাব চালু আছে;
- ইএসিএম অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করা হয়;
- এমইডব্লিউ কর্তৃক বৈধতার প্রতিবেদন দেয়া;
- সেকায়েপ কর্তৃক সরবরাহকৃত ছকে ইএসিএম বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করে পেশ করা।

১৬. পরিবীক্ষণ ও ফলোআপ:

সেকায়েপ ও এমইডব্লিউ কর্মকর্তাগণ যোগ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও ইএসিএম অনুদান বাস্তবায়নের কার্যকারিতা পরিবীক্ষণ করবেন। ইএসিএম অনুদান প্রাপ্তির ও ব্যবহার করার শর্তসমূহ প্রতিপালনের বিষয় পরিবীক্ষণ পরিচালনা করবে ব্যানবেইস ও সমন্বয় করবে এমইডব্লিউ। এরূপ পরিবীক্ষণ তহবিল প্রাপ্তির যোগ্যতার মাপকাঠি পূরণ করবে। এর মাধ্যমে ইএসিএম অনুদানের ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

১৭. স্থানীয় পর্যায়ে পরিবীক্ষণ:

প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি পর্যায়ে ইএসিএম কর্মকান্ড বাস্তবায়নের কার্যকারিতা স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠান প্রধান, এসএমসি/এমএমসি ও ইউএসইও পরিবীক্ষণ ও ফলোআপ করবে। তারা এটাও নিশ্চিত করবে যে, পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তথ্য ও প্রতিবেদন সেকায়েপের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। ইএসিএম অনুদানের ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পরিকল্পনা অনুযায়ী অবশ্যই কেবলমাত্র ইএসিএম কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। পিটিএ সভাপতি ও সদস্য-সচিব একটি রেজিষ্টারে সকল ব্যয়ের রেকর্ড রাখবেন। তারা সেকায়েপ, এমইডব্লিউ ও অডিট টীম-এর পরিদর্শনের সময় পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ইএসিএম সংক্রান্ত সকল ব্যয়ের রশীদ ও ভাউচার সংরক্ষণের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।

গ. অর্থ প্রদান/অবমুক্তির পদ্ধতি

১৮. সরকারী কোষাগার হতে পিটিএ পর্যন্ত তহবিল প্রবাহ:

ইএসিএম অনুদান ব্যয় শুরুতে সরকারী কোষাগার হতে নির্বাহ করা হবে। সরকারী কোষাগার হতে অনুদানের অর্থ প্রাপ্তি সহজ করার জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা নিতে হবে:

১. ইএসিএম অনুদান অর্থ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সেকায়েপ মাউশি বরাবরে প্রস্তাব প্রেরণ করবে;
২. মাউশি ইএসিএম অনুদানকে এডিপি বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এ পাঠাবে;
৩. অনুদান অর্থ অগ্রিম উত্তোলনের জন্য মাউশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর মাধ্যমে অর্থ বিভাগ হতে অনাপত্তি (এনওসি) পত্র ও অনুমোদন গ্রহণ করবে;
৪. অর্থ বিভাগ-এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা অগ্রিম চেক প্রদান করবেন;

৫. সেকায়েপ ইএসিএম অনুদানের এসিএফসহ অগ্রণী ব্যাংক বরাবরে অর্থ পরিশোধের ক্ষমতাপত্র (পেমেন্ট অথরাইজেশন) জারী করবে;
৬. অগ্রণী ব্যাংক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পিটিএ'র ব্যাংক হিসাবে অনুদানের অর্থ ছাড় করবে।

১৯. অর্থ প্রদান পদ্ধতি ও সময়:
বছরে দুটি সমান কিস্তিতে ইএসিএম অনুদান ছাড় করা হবে। প্রথম বার এপ্রিল/মে মাসে এবং দ্বিতীয় বার সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসে ২৫০০.০০ (পঁচিশ শত) টাকা হারে ছাড় হবে। এ অর্থ পিটিএ ব্যাংক হিসাবে জমা হবে।

২০. ব্যয়কৃত অর্থ আইডিএ তহবিল হতে পুনর্ভরণ পদ্ধতি:
সেকায়েপ ইএসিএম কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ব্যয়কৃত অর্থের হিসাব প্রদানের দায়িত্ব পালন করবে। মহাপরিচালক মাউশি বা তদকর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তা ডিএলআইভিত্তিক তহবিল হতে ব্যয়কৃত অর্থ পুনর্ভরণের জন্য আইডিএ বরাবরে অর্থ উত্তোলন আবেদন পেশ করবেন। এ জন্য ডিএলআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সন্তোষজনক এবং ব্যয়ের উপযুক্ত প্রমাণ থাকতে হবে। অতঃপর শুরু করতে হবে আইডিএ কর্তৃক পুনর্ভরিত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করার প্রক্রিয়া।

২১. তথ্য এবং তহবিল প্রবাহ চিত্র:
নিম্নরূপ চিত্র দ্বারা প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সেকায়েপে তথ্যের প্রবাহ এবং সরকারী কোষাগার হতে পিটিএ পর্যন্ত অর্থ প্রবাহ উপস্থাপন করা হলো:

ঘ. ইএসিএম পরিচালনা ব্যবস্থাপনা

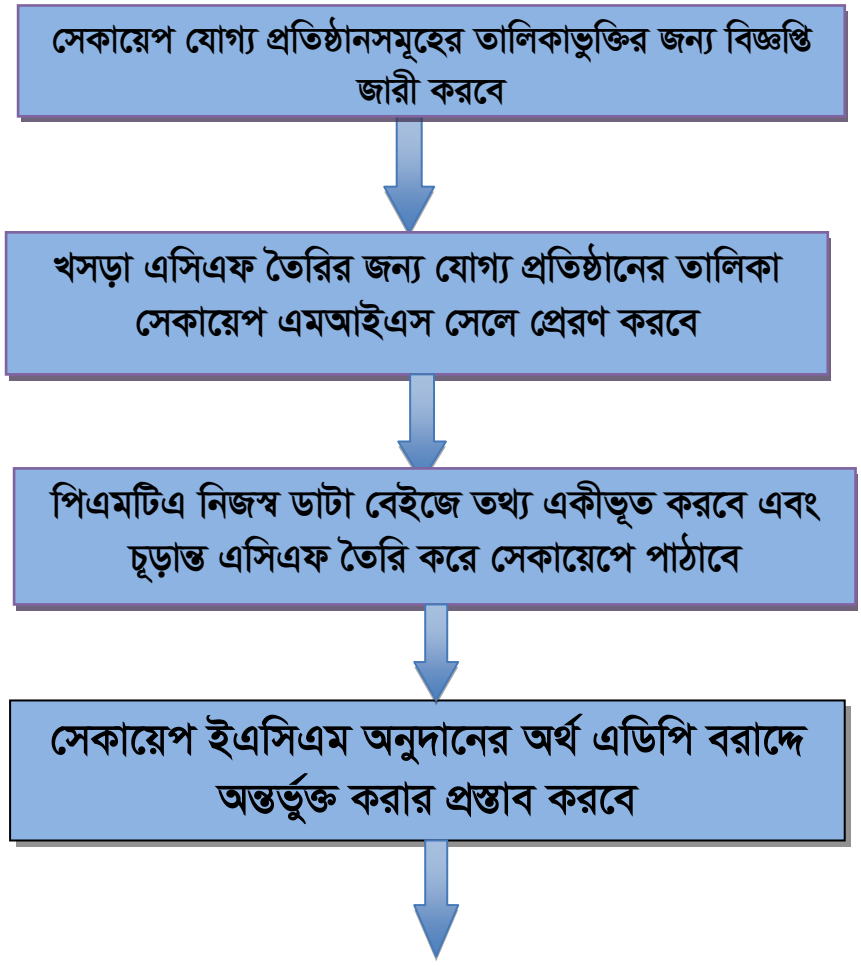

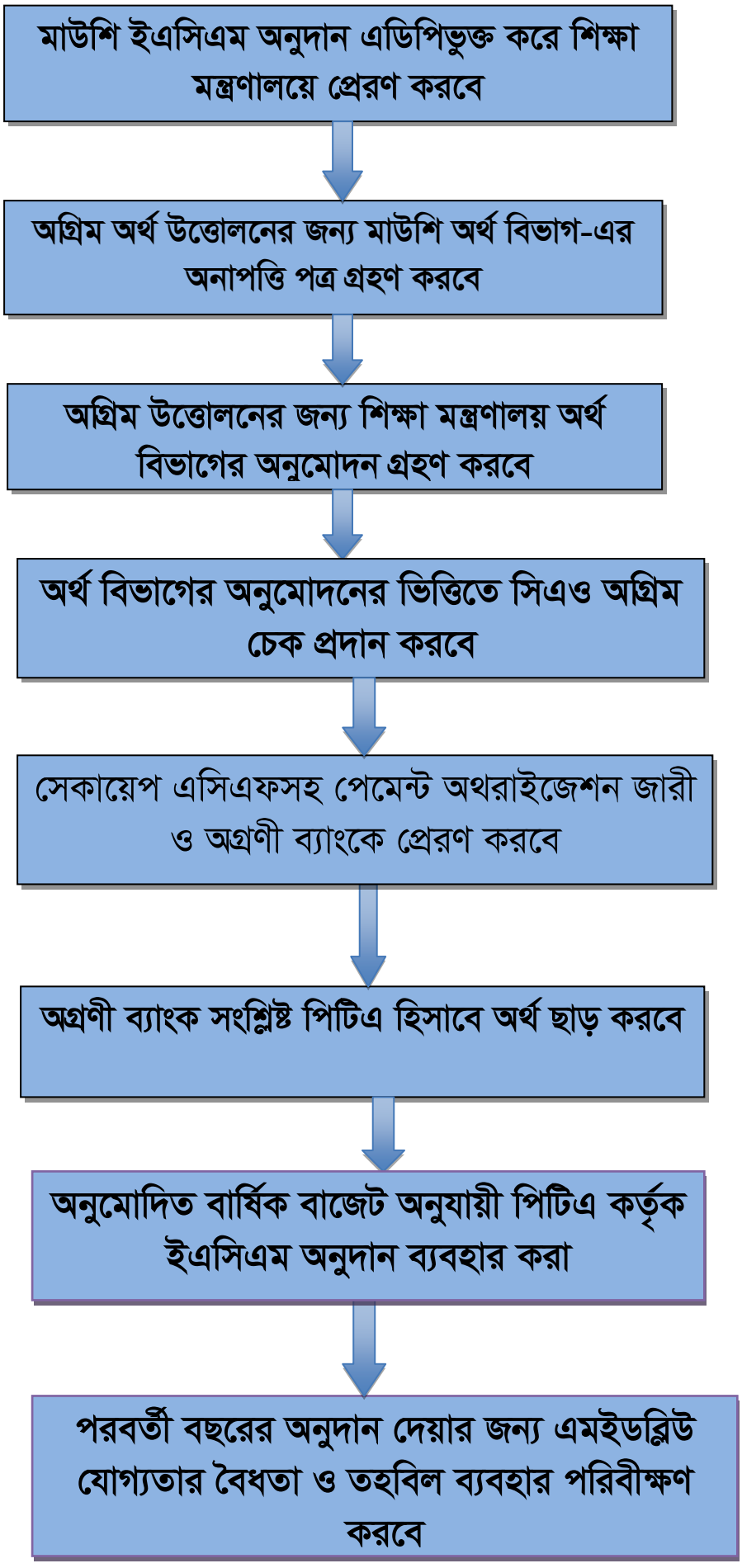
মাউশি ইএসিএম অনুদান এডিপিভুক্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে
অগ্রিম অর্থ উত্তোলনের জন্য মাউশি অর্থ বিভাগ-এর অনাপত্তি পত্র গ্রহণ করবে
অগ্রিম উত্তোলনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করবে
অর্থ বিভাগের অনুমোদনের ভিত্তিতে সিএও অগ্রিম চেক প্রদান করবে
সেকায়েপ এসিএফসহ পেমেন্ট অথরাইজেশন জারী ও অগ্রণী ব্যাংকে প্রেরণ করবে
অগ্রণী ব্যাংক সংশ্লিষ্ট পিটিএ হিসাবে অর্থ ছাড় করবে
অনুমোদিত বার্ষিক বাজেট অনুযায়ী পিটিএ কর্তৃক ইএসিএম অনুদান ব্যবহার করা
পরবর্তী বছরের অনুদান দেয়ার জন্য এমইডব্লিউ যোগ্যতার বৈধতা ও তহবিল ব্যবহার পরিবীক্ষণ করবে

২২. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সহযোগীর ভূমিকা ও দায়িত্বঃ

সেকায়েপ

- ইএসিএম ফোকাল পারসন নিয়োগ;
- যোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা তৈরি ও এমআইএস সেলে প্রেরণ;
- ইএসিএম অনুদান প্রদানের জন্য এসিএফ তৈরি নিশ্চিত করা;
- ইএসিএম বাস্তবায়ন ম্যানুয়েল অনুসারে পিটিএ নির্দেশিকা হাল নাগাদকরণ;
- কর্মসূচী সম্পর্কে প্রচার চালানো;
- অগ্রণী ব্যাংক ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছ থেকে পৃথক পৃথকভাবে অর্থ ছাড় বিবরণী সংগ্রহ করা;
- প্রাপ্ত বিবরণীর ভিত্তিতে ছাড়কৃত অর্থের সমন্বয়; ও
- ডিএলআইভিত্তিক তহবিলের ছাড়কৃত অর্থের উত্তোলন ও তা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান প্রক্রিয়াকরণ।

মাউশি

- এডিপিতে চার অর্থ বছরের (২০১৪-১৭) বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত করা;
- এডিপিতে বরাদ্দ রাখার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো;
- অগ্রিম উত্তোলনের জন্য অর্থ বিভাগ হতে অনাপত্তি পত্র গ্রহণ;
- সেকায়েপ-এর অনুকূলে অগ্রিম চেক জারীর জন্য প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানানো;
- ছাড়কৃত অর্থ দাবীর জন্য অর্থনৈতিক কোড ও বিবরণী পর্যালোচনা করা;
- ডিএলআইভিত্তিক তহবিলের ছাড়কৃত অর্থের উত্তোলন ও তা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান প্রক্রিয়াকরণ।

এমআইএস সেল

- সেকায়েপ আইটি ডেস্ক হতে তথ্য সংগ্রহ করে খসড়া এসিএফ তৈরি ও পিএমটিএ-এর কাছে পাঠাবে।

পিএমটিএ

- পিএমটিএ প্রাপ্ত তথ্য নিজস্ব তথ্যভান্ডারে একীভূত ও এসিএফ চূড়ান্ত করে সেকায়েপ-এ প্রেরণ করবে।

অগ্রণী ব্যাংক

- অগ্রণী ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে অনুদানের অর্থ ছাড় করবে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ

- প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ইএসিএম অনুদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন কার্যকারিতা পরিবীক্ষণ করবে এবং সেকায়েপ-এ প্রতিবেদন পাঠাবে।

২৩. ইএসিএম অনুদান পরিচালনায় মাঠ পর্যায়ের সহযোগীদের ভূমিকা ও দায়িত্বঃ

প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব	• সেকায়েপকে নিশ্চিত করবে যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পিটিএ গঠিত হয়েছে; • পিটিএ সভাপতি ও সদস্য-সচিব-এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে।
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	• পিটিএকে ইএসিএম অনুদান বিষয়ে অবহিত করা; • বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা তৈরিতে পিটিএকে সহায়তা প্রদান এবং পরিকল্পনা বাস্ত বায়ন পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন পেশ করা; • প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে ইএসিএম অনুদান কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান; • সেকায়েপ-এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও তথ্য বিনিময়ে ই-মেইল ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ যোগানো।
এসএমসি/এমএমসি	• গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং নির্ধারিত ছক ব্যবহার করে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সেকায়েপকে প্রতিবেদন প্রেরণ করা।
পিটিএ	• পিটিএ গঠন সম্পন্ন করা ; • পিটিএ সভাপতি ও সদস্য-সচিব-এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত ব্যাংক হিসাব খোলা ; • পিটিএ সদস্যদের তালিকা হালনাগাদ করা বা পিটিএ পুনর্গঠিত করে সেকায়েপকে অবহিত রাখা; • সেকায়েপ কর্তৃক সরবরাহকৃত ছকে ইএসিএম বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করে পেশ করা। • প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত ছক ব্যবহার করে সামাজিক সমাবেশ/অভিভাবক সমাবেশ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সন্নিবেশ করা ও ছকটি সেকাপে-এ প্রেরণ; • অগ্রগতির প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ; • সকল বিল/ভাউচার পরীক্ষা ও নিরীক্ষার জন্য সংরক্ষণ করা।

পরিশিষ্ট ১

সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি এ্যান্ড অ্যাকসেস এ্যানহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)

ইএসিএম অনুদানের এসিএফ ছক

(মাস ও বছর: .....)

বিভাগ:

জেলা:

উপজেলা:

শাখা কোড:

শাখার নাম:

ক্রমিক	ইআইআইএন	প্রতিষ্ঠানের নাম	অর্থ ছাড়ের সময়	টাকার পরিমাণ	মোট টাকা	পিটিএ সভাপতির স্বাক্ষর	পিটিএ সদস্য-সচিব-এর স্বাক্ষর
১.			মার্চ/এপ্রিল	২৫০০.০০	২৫০০.০০		
২.			মার্চ/এপ্রিল	২৫০০.০০	২৫০০.০০		
৩.			মার্চ/এপ্রিল	২৫০০.০০	২৫০০.০০		
৪.			মার্চ/এপ্রিল	২৫০০.০০	২৫০০.০০		

পরিশিষ্ট ২

মাউশি কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্রসহ পিটিএ'র গঠন ও মূল দায়িত্বসমূহ

পিটিএ'র গঠনঃ

পিটিএ'র কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৬ (ষোল) সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি থাকবে। কার্যকরী কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে:

সদস্য	সংখ্যা
অভিভাবক প্রতিনিধি	১০
শিক্ষক প্রতিনিধি	০৫
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন অভিভাবক	০১
মোট	১৬

কার্যকরী কমিটিতে একজন সভাপতি, একজন সহ সভাপতি এবং একজন সদস্য সচিব থাকবেন।

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে সদস্য সংখ্যা কমবে এবং ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হবে।

কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচন - শিক্ষা বছরের প্রারম্ভে শ্রেণীতে পাঠদান শুরু হবার পনের কার্যদিবসের মধ্যে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বান করে পিটিএ গঠনের লক্ষ্যে কার্যকরী কমিটির প্রতিনিধি/সদস্য নির্বাচন করতে হবে। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব সভাপতির সাথে আলোচনা করে উক্ত সভা আহ্বান করবেন। সভার কার্যবিবরণীর কপি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে প্রেরণ করতে হবে।

অভিভাবক প্রতিনিধি - ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য দু'জন করে অভিভাবক নির্বাচিত হবেন। প্রতি শ্রেণীর মেধাভিত্তিক প্রথম পাঁচ জন শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মধ্য হতে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি শ্রেণীর জন্য ২ জন করে মোট ১০ (দশ) জন প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। শুধুমাত্র ষষ্ঠ শ্রেণীর ক্ষেত্রে ৫ম শ্রেণীর পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অথবা ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অভিভাবক নির্বাচন করতে হবে। উক্ত ১০ (দশ) জন অভিবাবক সদস্যের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচজন মহিলা হবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন অভিভাবকগণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

শিক্ষক প্রতিনিধি - ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর শ্রেণী শিক্ষকগণ কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। এদের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে দু'জন মহিলা শিক্ষককে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কোন শ্রেণীতে একাধিক শাখা থাকলে ক - শাখার শ্রেণী শিক্ষক প্রতিনিধিত্ব করবেন;

ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত অভিভাবক - স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক নির্বাচনের সভায় শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মধ্য থেকে একজন অভিভাবক সদস্য মনোনয়ন দেবে। তিনি স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ হতে অভিভাবক সদস্য গণ্য হবেন। তবে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা কর্মচারী কোনক্রমেই এরুপ সদস্য হতে পারবেন না।

সদস্য হবার অযোগ্যতা - ভোটার তালিকায় নাম নেই অথবা মানসিক ভারসাম্যহীন অথবা ফৌজদারী আইনে দন্ড প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি শিক্ষক অভিভাবক সমিতির সদস্য হতে পারবেন না।

সভাপতি নির্বাচন - পিটিএ'র সকল প্রতিনিধি নির্বাচনের পর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির সঙ্গে আলোচনাক্রমে উক্ত নির্বাচনের পনের দিনের মধ্যে কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সভা আহ্বান করবেন। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভায় সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে অভিভাবক সদস্যদের মধ্য হতে পিটিএ'র একজন সভাপতি ও একজন সহ সভাপতি নির্বাচিত হবেন।

সদস্য সচিব নির্বাচন - কার্যকরী কমিটির প্রথম সভায় সকল সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে শিক্ষক সদস্যগণের মধ্য হতে সদস্য সচিব নির্বাচিত হবেন।

কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠান - পিটিএ সভাপতি, সহ সভাপতি এবং সদস্য সচিব নির্বাচনের পরপরই এসএমসি সভাপতি নব নির্বাচিত পিটিএ সভাপতিকে সভায় সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ জানাবেন। অতঃপর পিটিএ সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করবেন। এটি পিটিএ কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা হিসেবে গণ্য হবে।

পিটিএ'র মেয়াদ এবং পরিচালনা বিধিঃ

প্রথম সভার তারিখ হতে পিটিএ'র কার্যকরী কমিটির মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর;

কমিটির সভা সাধারণতঃ প্রতি ২(দুই) মাসে এক বার অনুষ্ঠিত হবে। তবে কমিটি প্রয়োজনমত যে কোন সময় সভা আহবান করতে পারবে। পর পর ৩ টি সভা অনুষ্ঠিত না হলে কমিটি বাতিল/বিলুপ্ত গণ্য হবে। এরূপ বিলুপ্তির পরবর্তী ১ (এক) মাসের মধ্যে নতুন কমিটি গঠন করতে হবে। নতুন কমিটি বিলুপ্ত কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবে;

যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে কোন সদস্য পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হবে;

সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করবেন। উভয়ের অনুপস্থিতিতে বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবক সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করবেন;

পিটিএ'র সাধারণ **সভার জন্য এক পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে**। সাধারণতঃ সাত সদস্যের উপস্থিতিতে কার্যকরী কমিটির সভার কোরাম হবে। তবে শারিরিক অসুস্থ্যতা বা নিজের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভুত কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে কমিটির প্রথম সভায় সকল সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক;

কার্যকরী কমিটির সদস্য সচিব সকল সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি পিটিএ সভার সিদ্ধান্তসমূহ পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। অনুমোদনের পর তিনি সভার সিদ্ধান্তসমূহ স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, প্রধান শিক্ষক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন;

কোরামের অভাবে মূলতবী সভা অনুষ্ঠানের জন্য কোরাম প্রয়োজন হবে না;

পিটিএ'র কার্যকরী কমিটির সকল সভা বিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হবে;

পিটিএ কার্যকরী কমিটির সভায় সকল সিদ্ধান্ত মতৈক্যের ভিত্তিতে নিতে হবে;

কোন কারণে পিটিএ'র কোন সদস্য পদ শূন্য হলে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী সভায় বা ১ মাসের মধ্যে আহুত বিশেষ সভায় - যেটিই আগে হয় - পদটি পূরণ করতে হবে। বিশেষ অবস্থায় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় শূন্য পদ পূরণের জন্য একজন সদস্য নির্বাচন করতে পারবেন।

পিটিএ'র দায়িত্ব ও কর্তব্য

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত

বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক এবং একাডেমিক বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা দান। বিদ্যালয় পর্যায়ের সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা রক্ষায় সহায়তা প্রদান;

বছরের প্রারম্ভে যথাসময়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু, টার্মিনাল পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করা এবং ফলাফল সময়মত প্রকাশ করার বিষয় লক্ষ্য রাখা ;

বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ সুবিধা, যেমন: শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীর স্থান সংকুলান, বসার ব্যবস্থা, আলাদা কমনরুম, স্যানিটেশন, লাইব্রেরি সুবিধা, বিজ্ঞানাগার সুবিধা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা;

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা, ভর্তি বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার হ্রাসকরণ এবং সমাজে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করা;

বিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন ও ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে পরামর্শ দেয়া;

প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান উন্নয়নে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সার্বিক ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা প্রদান করা।

কর্মসম্পাদন সম্পর্কিত

বছরে অন্ততঃ একবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা। নিরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থী ভর্তি, ঝরে পড়ার হার, শিক্ষার মান এবং বিদ্যালয়ের আর্থিক বিষয়ে লিখিত মতামত প্রদান করবে। সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আর্থিক জবাবদিহিতা থাকবে না, তবে আর্থিক বিষয় পরিচালনা সম্পর্কে মতামত ও সুপারিশ থাকবে;

অভিভাবকগণের অবগতির জন্য লিখিত মতামত প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য স্থানে রাখতে হবে। সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল এবং প্রয়োজনে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে;

প্রতিষ্ঠানে তথ্য ছক প্রস্তুত করা নিশ্চিত করতে হবে। এতে তুলনামূলক পর্যালোচনাসহ বিগত পাঁচ বৎসরের অর্জনসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে;

প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং পিটিএ পরিচালনার জন্য অবস্থাসম্পন্ন অভিভাবক ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করা।

শিক্ষক সম্পর্কিত

প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি, সময়মত শ্রেণীকক্ষে গমন এবং পাঠদান পরিবীক্ষণ করা;

বার্ষিক, সাময়িক এবং পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অতিরিক্ত ক্লাশ শিক্ষকদের কৃতিত্ব পর্যালোচনা করা;

অতিরিক্ত ক্লাশে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ও সময়মত উপস্থিতি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া;

শিক্ষকগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যৌক্তিক বিষয়সমূহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী সহযোগিতা বাড়ানো;

শিক্ষা পরিষদ গঠন ও এর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা।

শিক্ষার্থী সম্পর্কিত

প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি, সময়ানুবর্তিতা এবং শৃংখলা পরিবীক্ষণ করা;

বিদ্যালয় গমনোপযোগীদের ভর্তির হার বৃদ্ধি ও শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার হ্রাসকরণে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করা;

শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে গমনাগমনে নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখা, মেয়ে শিক্ষার্থীদের উত্যক্ত করার বিরুদ্ধে এবং ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ফেরত আনতে জোর প্রচারণাসহ সমাজ ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সমাবেশ আয়োজন করা;

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবার প্রতি লক্ষ্য রাখা। First aid box বিদ্যালয়ে/মাদ্রাসায় রাখা অথবা প্রয়োজনে নিকটস্থ কোন ডাক্তারের সংগে যোগাযোগ রাখা।

স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা

স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি বিধি মোতাবেক পিটিএ গঠন, শূন্যপদ তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ এবং এই সমিতিকে বিদ্যালয় পরিচালনার সহায়ক শক্তি হিসাবে গ্রহণ ও পরিচর্যা করবে;

পিটিএ সম্পর্কিত বিরোধ/সন্দেহ নিরসন করবে এবং এসব ক্ষেত্রে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত গণ্য হবে;

সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা কমিটি পিটিএকে পূর্ণ সহযোগিতা দেবে এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে;

পিটিএ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংস্থা। অতএব শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কল্যাণে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় পিটিএ'র সাথে পরামর্শ করবে;

জরুরী পরিস্থিতিতে কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে উভয় কমিটির যৌথ সভা ডাকতে পারবে। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি অনুপস্থিত থাকলে পিটিএ সভাপতি এতে সভাপতিত্ব করবেন।

এছাড়াও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও পিটিএ যৌথভাবে শিক্ষার মানোন্নয়নে নিম্নবর্ণিত নির্দেশকগুলি অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে:

ক) শিক্ষকগণ কর্তৃক শিক্ষার্থীদের ইংরেজী ও গণিত ক্লাসে সম্পৃক্ত করা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা:;

খ) সেকায়েপ ও অন্যান্যদের সরবরাহকৃত শিক্ষন উপকরন শিক্ষকগণ কর্তৃক ব্যবহার করা;

গ) শিক্ষকরা গণিত ও ইংরেজীর অতিরিক্ত ক্লাস সময়সূচী অনুযায়ী নেয়ার বিষয়;

ঘ) শিক্ষর্থীগণ কর্তৃক কাজগুলো সময়মত শেষ করা;

ঙ) সর্বোচ্চ শিক্ষনের জন্য শিক্ষকগণ কর্তৃক সময় কার্যকরভাবে ব্যবহার করা;

চ) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণের অনুপযোগী পরিবেশ থাকার বিষয়। যেমন ধুমপান, সেলফোন ব্যবহার, শিক্ষার্থদেও প্রতি রূঢ় আচরন করা ইত্যাদি।

উপরে বিবৃত নির্দেশকগুলি ব্যবস্থাপনা কমিটি ও পিটিএ শ্রেণীকক্ষের বাইওে থকেও পরীক্ষা করতে পারেন।